B.A 2nd Semester (Honours)
Paper-CC3
Section-A

'বেদাঙ্গ' কি ? 'বেদাঙ্গ' কয়টি ? বেদাঙ্গ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং বেদার্থবোধে এদের উপযোগিতা বিচার কর।

বেদাঙ্গ শব্দটির মধ্যেই তার অর্থ নিহিত আছে। যা বেদের অঙ্গ বা সহায়ক তাকেই বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাধ্যয়নে সহায়ক রচনারূপে বেদাঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে। বেদাঙ্গ সাহিত্য বিভিন্ন এবং দীর্ঘকাল জুড়ে রচিত ও সংকলিত হয়েছে বলে এর কাল নিরূপন দুরুহ। তবু ও বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, বেদাঙ্গ সাহিত্য খ্রীঃ পূর্ব পঞ্চম থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত। প্রধান বেদাঙ্গগুলি ছয়টি ভাগে বিভক্ত–

(১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দ ও (৬) জ্যোতিষ।

মুন্ডক উপনিষদে পরা ও অপরা বিদ্যার আলোচনার প্রসঙ্গে এই ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপনিষদের মতে চারটি বেদ এবং ছয়টি বেদাঙ্গ অপরা বিদ্যারূপে পরিচিত। পাণিনিয় শিক্ষাগ্রন্থে (৪১, ৪২) কোন কোন আধুনিক গবেষক কার্যকারিতার দিক থেকে এই ছয়টি বেদাঙ্গকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করেছেন–

ক) ধর্মসংক্রান্ত- এর মধ্যে শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র অন্তর্ভুক্ত।

খ) পাণিনি - এর অন্তর্ভুক্ত শুল্ব সূত্র, শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ।

১) **শিক্ষা** – ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষাকে প্রথমে স্থান দেওয়া হয়েছে। যে শাস্ত্রে বেদের বর্ণ, স্বর, মাত্রা প্রভৃতির যথাযথ উচ্চারণ ও প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ আছে তাকে শিক্ষা বলে। প্রকৃত পক্ষে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তান এই বিষয়গুলির আলোচনা শিক্ষাগ্রন্থে আছে। এই শিক্ষাগ্রন্থ আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের ধ্বনি বিজ্ঞান (Phonetics) শাখার অন্তর্গত। ঐতিহ্য অনুসারে প্রত্যেক বেদের পৃথক পৃথক শিক্ষাগ্রন্থ আছে। সামবেদের সঙ্গে সংযুক্ত নারদীয় শিক্ষা, শুক্লযর্জুবেদের যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা এবং অথর্ববেদের মান্ডুকী শিক্ষা অন্যতম। ঋগ্বেদের শিক্ষা গ্রন্থ এখনো অনাবিষ্কৃত। তবে পাণিনিয় শিক্ষা নামক গ্রন্থটিকে ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়। এছাড়াও আরো কয়েকটি অপ্রধান শিক্ষাগ্রন্থ পাওয়া যায়। তবে এগুলি অধুনালুপ্ত। শিক্ষার পরিশিষ্ট গ্রন্থরূপে প্রাতিশাখ্য জাতীয় গ্রন্থগুলি উল্লেখ্য। এর মধ্যে শৌনকের ঋক্ প্রাতিশাখ্য, কৃষ্ণযর্জুবেদের তৈতরিয় প্রাতিশাখ্য, শুক্লযর্জুবেদের বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য, অথর্ববেদের অথর্ব প্রাতিশাখ্য এবং সামবেদের সামপ্রাতিশাখ্য উল্লেখের দাবী রাখে। এগুলিতেও শিক্ষার গ্রন্থের বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

২) **কল্প** – কল্প কথাটির অর্থ যার দ্বারা যজ্ঞ প্রভৃতি কল্পিত বা সমর্থিত হয়। সাধারণ ভাবে 'কল্প' সূত্রসাহিত্য নামে পরিচিত। কল্পগ্রন্থগুলিতে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া প্রভৃতি সূত্রাকারে আলোচিত হয়েছে। কল্পসূত্রগুলি চারটি ভাগে বিন্যস্ত-শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম এবং শুল্ব। এগুলির মধ্যে বেদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হল শ্রৌত সূত্রগুলি। শ্রৌত সূত্রগুলিতে বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির বিবরণ অনুষ্ঠান পদ্ধতি আছে।

গৃহ্য সূত্রগুলিতে গৃহস্থের করণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্যন্ত যাবতীয় সংস্কারের বিধান প্রদত্ত হয়েছে। ধর্মসূত্রগুলিতে ধর্মসঙ্কীর্ণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ (রাজ ধর্ম, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি) উভয়প্রকার বিধিনিষেধাদি লিপিবদ্ধ আছে। শুল্ব শব্দের অর্থ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত রজ্জুখন্ড। শুল্ব সূত্রগুলিতে যজ্ঞীয় বেদী নির্মাণের পরিমাণ প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে। এগুলিকে প্রাচীন ভারতীয় জ্যামিতি শাস্ত্রের নিদর্শন বলা যায়।

ঐতিহ্য অনুসারে প্রত্যেক বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে শ্রৌত, ধর্ম ও গৃহ্য সূত্রগুলি। যেমন– ঋগ্বেদের শ্রৌত সূত্র আশ্বলায়ন, গৃহ্যসূত্র আশ্বলায়ন, ধর্মসূত্র বশিষ্ট। সামবেদের শ্রৌতসূত্র জৈমিনীয়, গৃহ্য সূত্র গোভিল, ধর্মসূত্র গৌতম, কৃষ্ণযর্জুবেদের শ্রৌতসূত্র আপস্তম্ব, গৃহ্যসূত্র বৌধায়ন, ধর্মসূত্র মানব, শুক্লযর্জুবেদের শ্রৌতসূত্র কাত্যায়ন, গৃহ্যসূত্র পারস্কর, ধর্মসূত্র শংখ লিখিত। এবং অথর্ববেদের শ্রৌত সূত্র বৈতান, গৃহ্যসূত্র কৌশিক, ধর্মসূত্র পঠনসী।

Scanned by CamScanner

৩) ব্যাকরণ– সমস্ত বেদাঙ্গ গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্যাকরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেদমন্ত্রের অর্থ প্রভৃতি বোঝার জন্য বেদাঙ্গের প্রয়োজন সর্বাধিক। এজন্য ব্যাকরণকে বেদের মুখ বলা হয়েছে– "মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।" ব্যাকরণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ব্যাপৃত করা, খুলে দেওয়া, ছড়িয়ে দেওয়া বা বিশ্লেষণ করা। যার সাহায্যে ব্যাপৃত অর্থাৎ বিশ্লেষণ করা হয় তাই হোল ব্যাকরণ। যদিও সম্পূর্ণভাবে কোন বৈদিক ব্যাকরণ পাওয়া যায় না তবু পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণকে বেদাঙ্গ ব্যাকরণ রূপে স্বীকার করা হয়। এই ব্যাকরণে পাণিনি ধ্রুপদি সংস্কৃত ব্যাকরণ ভান্ডার সঙ্গে বৈদিক ব্যাকরণের বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন, পঞ্চম অধ্যায়ে তার বিবরণ আছে।

৪) নিরুক্ত– নিরুক্ত শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিঃশেষে উক্ত, অর্থাৎ যেখানে নিঃশেষে পথ সমূহ উক্ত বা ব্যাখ্যাত হয়েছে তাকে নিরুক্ত বলে। যাস্ক রচিত নিরুক্ত গ্রন্থটিই বেদাঙ্গ নিরুক্ত গ্রন্থরূপে পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থের তিনটি ভাগ, নৈঘন্টুক কান্ড, নৈগম কান্ড, এবং দৈবত কান্ড! বলা হয়েছে–

"আদ্যং নৈঘন্টুক কান্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।
তৃতীয়ং দৈবতন্ত্বেতি সমাম্নায়স্ত্রিধা স্থিতঃ।।"

নৈঘন্টুক কান্ডে সমানার্থক বা পর্যায় বাচক শব্দের বিবরণ আছে। নৈগম কান্ডে বেদ মন্ত্রের নির্বাচিত শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের দ্বারা অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে। আর দ্বৈবত কান্ডে দেবতাতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। যাস্কের নিরুক্ত একাধারে ব্যাকরণ ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র (Etymology) বলা যায়। যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পৃথিবীর প্রথমগ্রন্থ।

৫) ছন্দ – বেদমন্ত্রের অর্থবোধের জন্য এবং সঠিক ভাবে বেদমন্ত্রের আবৃত্তির জন্য ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য। কারণ চারটি বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ছন্দবদ্ধ। বৈদিক ছন্দ অক্ষর মূলক ছন্দ। বেদে সাতটি ছন্দ দেখা যায়। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, জগতী, পংক্তি এবং ত্রীষ্টুপ। এই সমস্ত ছন্দের লক্ষণ প্রভৃতি আলোচনা আছে বেদাঙ্গ ছন্দের মধ্যে। সম্পূর্ণভাবে বৈদিক ছন্দের আলোচনামূলক কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবু বিশেষজ্ঞগণ পিঙ্গল ঋষি বিরচিত ছন্দ সূত্রকেই বেদাঙ্গ ছন্দ রূপে গণ্য করেন। এতে বৈদিক ছন্দের সঙ্গে লৌকিক ছন্দের ও আলোচনা আছে।

৬) জ্যোতিষ – বৈদিক ক্রিয়া কান্ডের যথাযথ কাল নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষের জ্ঞান আবশ্যক। কারণ প্রত্যেক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের কাল, তিথি, ঋতু প্রভৃতি বিধান আছে। যেমন– 'গবাময়ন' নাম সত্র এক বছরে শেষ হয়। 'দ্বাদশাহ' নাম যার বারো দিনে শেষ হয়। অতএব বছর, মাস, পক্ষ প্রভৃতি জ্ঞান না থাকলে এ সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব। শুধু তাই নয় ঋতু এবং তিথি সম্পর্কেও জানতে হয়। আবার কোন কোন যাগের জন্য নক্ষত্রের জ্ঞান ও প্রয়োজন। এই সমস্ত বিষয়ই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত বৈদিকযুগে রচিত জ্যোতিষ সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। বিশেষজ্ঞগণ লগধ প্রণীত জ্যোতিষ বেদাঙ্গ বা বেদাঙ্গ জ্যোতিষ নামক গ্রন্থটিকে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রন্থ নামে উল্লেখ করেছেন।

Scanned by CamScanner